REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৫ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৯এ শ্রাবণ বুধবার ১৩২৫, ইংরাজী 14th August 1918. | ১২শ সংখ্যা

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য।

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, যদি এজন্য আপনার দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্ব্বদা হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পূজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভাগিনা প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে সুখী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ... ।৵০ আনা।
তিন শিশির মূল্য ২।০ আড়াই টাকা। মাশুলাদি ... ৸৶০ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন ?

রোগে পড়িয়া মাথায় কিনা করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকিতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ কুফল ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য ... ১৸০ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ৸৵০ এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য ... ৩৸০ তিন টাকা বার আনা।
ডাক মাশুল ও প্যাকিং ... ১৸০ এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি) ... ১৫৲ পনর টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জন্ম "গনোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম ঐ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর কোন ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সময় নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৩ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'নকল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল জাল ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ ও দুগ্ধ খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, পিঠ কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনা, এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস, —পি, এস, ডি,—এল, এল, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এল, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এস, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুরুষ এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, কাঞ্জী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া, এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, কি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৷০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

একাধারে
যশ, ধর্ম্ম, অর্থ ও
স্বাস্থ্য
লাভ করিতে চান কি ?
বাঙ্গালী পল্টনে
সত্বর যোগদান করুন !
ভর্ত্তি হইবা মাত্র
৫০৲ টাকা বখশিস্।
৬০৲ মূল্যের পোষাক।
মাহিনা।
করাচীতে রংরুট অবস্থায় মোট ... ১৫৲
" সৈন্য অবস্থায় মোট ... ১৬৷৷০
মেসোপটেমিয়া বা ইষ্ট আফ্রিকায় ২২৲
খোরাক পোষাক সরকার দিবেন।
ইহা ছাড়া "বেঙ্গল রেজিমেণ্ট কমিটী"
আবশ্যক বোধ করিলে পরিবার ভরণ-
পোষণের জন্যও
অতিরিক্ত সাহায্য করেন।

আপনি কিঞ্চিৎ
ইংরাজী জানেন ?
তবে সিগ্নেলার হইতে পারেন।
সিগ্নেলার হইলে উক্ত মাহিনার উপরে
৩৲ টাকা হইতে ১১।০ টাকা বেশী

ফিরিয়া আসিলে চাকুরীর খুব সুবিধা।
সত্বর স্থানীয় সবডিভিসনাল অফিসারের
নিকট আবেদন করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৯এ শ্রাবণ বুধবার, ১৩২৫ সাল।

অফুরন্ত দান।

সম্প্রতি আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র রাজা লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর বহরমপুর কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ২টী ছাত্রকে মাসিক ৮৲ ও ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ২টী ছাত্রকে মাসিক ৬৲ বৃত্তি দিবার জন্য ২০০০০৲ কুড়ি হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন।

অধিকাংশ স্থলেই আমাদের রাজা বাহাদুরের দানের একটু বিশেষত্ব আছে। 'দান' কথাটী বলিলেই মনে হয় ইহাতে দুইটী পক্ষ আছে—প্রথম পক্ষ 'দাতা', দ্বিতীয় পক্ষ 'গৃহীতা'। কিন্তু রাজা বাহাদুরের দানের গৃহীতা কে—তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যাঁহারা অন্যের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন তাঁহাদের অনেককেই এই মহাত্মার দান প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে গ্রহণ করিতে হয়। কথাটাতে একটু তোষামোদ মিশ্রিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ হইল। আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ জন্য আমরা যতদূর জানি তাঁহার কয়েক দফা দান নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

সমগ্র বঙ্গের জলকষ্ট নিবারণ জন্য—
রাজা রাও ওয়াটার ওয়ার্কস ফণ্ড ... ... ১০০০০৲

মুরশিদাবাদ জেলার পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, জল নিকাশ, জঙ্গল কাটান ইত্যাদি জন্য—
রাণী মণীন্দ্রমোহিনী সেনিটেশন ফণ্ড ... ... ৫০০০০৲

বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য—
অপারেশন রুম .. ... ১০০০০৲
আউট ডোর ডিস্পেন্সরী ... ... ১২০০০৲
কটেজ ওয়ার্ড ... ... ১৫০০০৲
আই-ওয়ার্ড (চক্ষু চিকিৎসার জন্য)
গৃহ নির্ম্মাণ ... ... ২০০০০৲
স্থায়ী ফণ্ড ... ... ৬৪০০০৲
কিমেল ওয়ার্ড
গৃহ নির্ম্মাণ ... ... ২০০০০৲
স্থায়ী ফণ্ড ... ... ৮০০০০৲
নূতন আউটডোর ডিস্পেন্সরী ... ... ২৩০০০৲
বহরমপুর হাসপাতালে ৩২টী রোগীর জন্য ... ২৩০০০৲
বোলপুরে ইন্দারা ... ... ১০০০৲
লালগোলার স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, লাইব্রেরী
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে
গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ... ... ১২০০০৲
স্থায়ী ফণ্ড ... ... ১৩০০০৲
সদগ্রন্থ প্রচার জন্য
প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়কে ... ... ১৫০০০৲
রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়কে ... ১২০০৲
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে ... ... ৫০০০৲
সাধারণের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ—
বহরমপুরে গ্রাণ্ট হল
লালবাগে রাণী শ্যামাসুন্দরী বার লাইব্রেরী
জঙ্গিপুরে—
মহেশনারায়ণ সরাই
ম্যাকেঞ্জি পার্ক
জঙ্গিপুর স্কুল হিন্দু হোষ্টেল

উপরোক্ত দানের তালিকা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে রাজা বাহাদুরের দান অধিকাংশ লোককেই গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহার দান কেবল দান ও প্রতিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরায় না। এ দান, স্থায়ী দান—অফুরন্ত দান। ভগবান! আমাদের রাজা বাহাদুরকে দীর্ঘায়ু করিয়া রাখ।

মালদহ ইংলিস বাজার মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান।

জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিলাল সাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সাহা বি, এল, মালদহে ওকালতি করেন। এবার তিনি মালদহ মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সহযোগী "মালদহ সমাচার" বলেন :—

"বর্ত্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু কালীপ্রসন্ন সাহা মহাশয় একজন অক্লান্তকর্ম্মী পরিশ্রমী যুবক। তিনি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া মালদহ আরবান ব্যাঙ্কের কার্য্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সমাধা করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কাজেই কালী বাবু মিউনিসিপালিটির কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত করিতে সমর্থ হইবেন।"

কালী বাবুর এই সুযশ ও সুখ্যাতিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমাদের মনে দুঃখের সঞ্চার না হইয়াছে এমন নহে ; কারণ জঙ্গিপুরবাসী কর্ম্মী পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র মালদহ! জঙ্গিপুরের পক্ষে—

"হামার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
হামারি আঙ্গিনা দিয়া।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

বঙ্গে বস্ত্র সঙ্কট।
আবেদন।

বস্ত্রের জন্য ভারতবাসীকে মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্য সওদাগরী জাহাজ সমুহ যুদ্ধের কার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় আমদানীকারী জাহাজের অভাব বশতঃ এদেশে বস্ত্র আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই আজকাল বস্ত্র এইরূপ অগ্নিমুল্যে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধ এইরূপ আরও কিছুদিন চলিলে বস্ত্রের মুল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। বস্ত্র এইরূপ মহার্ঘ্য হওয়ায় ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশবাসীকেই সমধিক দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে। কারণ, বঙ্গের প্রায় সমস্ত অধিবাসী মিলে প্রস্তুত বস্ত্র পরিধেয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক বঙ্গবাসী দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত। ইঁহারা চিরকালই নিজেদের দলের ব্যবস্থা, অতি কমেই সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মহার্ঘ্যের দিন প্রায় সকল নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মুল্য দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ তাহাদের আয় পূর্ব্ববৎ স্বল্পই থাকায় তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের সংস্থান তাহারা এখনও কোনরূপে করিতেছে কিন্তু আচ্ছাদন ক্রয় করিবার জন্য আর আয়ের কড়িতে কুলাইতেছে না। অথচ বস্ত্র না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, ও জনসমাজে বাস করা চলে না। সেইজন্য এই বর্ত্তমান বস্ত্রাভাব দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরেই প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

ইতিমধ্যেই বস্ত্রাভাব বশতঃ লোকের এরূপ কষ্ট হইতেছে যে, অনেকেরই ছেঁড়া কেঁথা ছেঁড়া মশারি ইত্যাদি পরিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। দুই একস্থলে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দুই চারি জন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে—রাস্তাঘাটে একাকী পাইলে বস্ত্র কাড়িয়া লইবার ঘটনাও বিরল নহে। বহু ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের এরূপ দুরবস্থা

হইয়াছে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের হয় ত একখানি কি দুইখানি করিয়া মোটা কাপড় আছে উঁহা পুরুষেরাই কার্য্যান্তরে যাইবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে—একেবারে দুই তিন জনকে বাহিরে যাইতে হইলে বস্ত্রে কুলায় না। স্ত্রীলোকদিগের অভাব আরও শোচনীয় তাঁহাদিগকে ২৪ ঘণ্টা ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি পরিয়া, একরূপ বিবস্ত্রা হইয়াই অন্তঃপুরের মধ্যেই থাকিতে হয়। এবং হঠাৎ কোন পুরুষ মানুষ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবস্ত্রা অবস্থায় তাঁহাদের না দেখিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ সংবাদ আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি এবং সংবাদপত্রাদির স্তম্ভেও প্রকাশিত হইতেছে। সাধারণেরও বোধ হয় এই সকল সংবাদ অবিদিত নাই। আমরা নিজেরাও এই সকল সংবাদের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য জেলায় খবর লইয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংবাদই আসিয়াছে।

এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমরা সাধারণের হইয়াই দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গবাসীর সেবায় অগ্রসর হইব স্থির করিয়াছি। ভারতবাসী আবহমান-কাল জাতি ও দেশ নির্ব্বিশেষে দুঃস্থের ও অভাবগ্রস্তের সেবা করিয়া আসিয়াছে। ইহাই ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। আজ কি তাঁহারা স্বীয় দেশবাসীর দুর্দ্দশার দিনে সেই সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইবেন। দেশবাসীর দুঃখে কি তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিবে না?

ইতিপূর্ব্বেই বিজরাজ হুকুমচাঁদ নামক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সহৃদয়তায় মিশনের হস্তে ১৭০ জোড়া নূতন বস্ত্র আসায় আমরা তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। যথা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) দাপাতারা (ঢাকা) গুটিয়া (ফরিদপুর) মহেশপুর (যশোহর) পারুয়া (ময়মনসিং) বাঁকুড়া, কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া), গড়বেতা (মেদিনীপুর), দ্বারহাটা (হুগলী) এবং বেলুড় (হাওড়া)। ভবিষ্যতে অন্যান্য স্থানেও সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। এখন এই ব্রত উদ্‌যাপনের ভার সাধারণের উপর।

সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই অভাব যেরূপ সর্ব্বব্যাপী ও ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি আশু সাহায্য দানে অগ্রসর না হন তাহা হইলে অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। সেই জন্য আমরা সকলের নিকট হইতেই নূতন বা পুরাতন বস্ত্র বা অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে সক্ষম তাহা নিম্নলিখিত যে কোনও ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও স্বীকৃত হইবে। সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, ১ নং মুখার্জ্জীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন। মঠ, বেলুড় পোঃ, হাওড়া।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

সেক্রেটারী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

ভারতীয় শাসনপ্রণালীর সংস্কার বিষয়ে মহামান্য রাজপ্রতিনিধি মহোদয় ও ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত

রিপোর্টের সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখানে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কেবল ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধে বর্ত্তিবে ভারতের বর্গ পরিমাণের তিন ভাগের এক ভাগ, এবং লোকসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেশীয় রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ ভারতে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহাতে উহাদের উপর প্রভাব না হইয়া পারে না, আর এই দুই অংশের সাধারণ স্বার্থ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এ জন্য প্রস্তাব করা হইতেছে যে চিফস্ কনফারেন্স বা রাজন্যপরিষদ একটা স্থায়ী প্রিন্স বা রাজন্যদের কাউন্সিলে পরিণত হউক। এই কাউন্সিল বৎসরে সাধারণতঃ একবার সম্মিলিত হইবে। কাউন্সিল একটী ক্ষুদ্র কামটী নিযুক্ত করিবেন। কোন বিষয়ে কি দস্তুর এবং কোন প্রথা প্রচলিত আছে, এই জাতীয় প্রশ্ন সকল এই কমিটীর বিবেচ্য হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অথবা রাজ্যগুলি ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মতদ্বৈধের বিষয় সকল বিবেচনার্থ একটী কমিশনের সমীপে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। হাইকোর্টের জজ অপেক্ষা কম পদস্থ নহেন এরূপ একজন সরকারী কর্ম্মচারী এবং কোন পক্ষের পছন্দমত একজন লোক, এই দুজন সভ্য লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে, এবং ইহা রাজপ্রতিনিধিকে পরামর্শ দিবেন। রাজন্যগণ দুষ্কর্ম্ম করিলে পাঁচজন সভ্যের একটী কমিশন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং রাজপ্রতিনিধিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। একজন হাইকোর্টের জজ ও দুজন সামন্তরাজ ইহার সভ্যের মধ্যে থাকিবেন। উল্লেখযোগ্য সকল রাজ্যগুলিই যাহাতে একেবারে ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা হইবে, এবং সাধারণ স্বার্থের বিষয়ে ষ্টেট কাউন্সিল ও রাজন্যবর্গের কাউন্সিল যাহাতে একযোগে মীমাংসা করিতে পারে তাহার বিধান হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের নীতি যে ঘোষণায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার গোড়াতেই আছে "রাজকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবাসীগণকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া যোগদান করিতে দেওয়া"। শাসন-তন্ত্রের রকম যাহাই হউক, দেশশাসনের আদত কার্য্য একদল শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দ্বারাই চালাইতে হইবে। এজন্য রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে জাতিগত বাধা সকল দূরীকৃত হউক। রাজকার্য্যের সকল বিভাগের জন্য ভারতবর্ষে কর্ম্মচারী সংগ্রহের একটা শতকরা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকুক, এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকুক। সিবিল সার্ব্বিসের জন্য এই সংখ্যা শতকরা তেত্রিশ হউক এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে শতকরা দেড় এই হারে বাড়িতে থাকুক, তারপর এ বিষয়ে পুনরায় বিচার করা হইবে। বেতন ও পেনসনের হার নূতন করিয়া ঠিক করা হউক; এবং সৈন্যবিভাগে ভারতবাসীগণকে যথেষ্ট সংখ্যায় কমিশন দেওয়া হউক।

রাজপ্রতিনিধি মহোদয় ও ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে প্রস্তাব করা হইতেছে যে ভারতীয় শিক্ষা ক্রমশঃ বেশী করিয়া ভারতীয় কর্ত্তৃত্বের অধীনে আসুক, এবং স্থানীয় শাসনের প্রতিষ্ঠান গুলির উপর জনসাধারণকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিয়া তাহাদিগকে কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হউক; এবং এইরূপে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের নিমিত্ত জমি প্রস্তুত করা হউক। অবিলম্বে স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য্যের বহুবিভাগে লোকমতের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এবং অবশিষ্ট বিভাগে লোকমতের প্রভাব ক্রমশঃ বেশী করিয়া দেশবাসীগণের প্রতিনিধিতে পূর্ণ হইবে এবং তাহাদের নিকট দায়ী হইবে।

তাঁহারা সাগ্রহে প্রস্তাব করিতেছেন যে শাসনকার্য্যে কর্ম্মচারী নিয়োগে জাতিগত সকল বাধা দূর হউক এবং ভারতবর্ষে লোকসংগ্রহের ফলে আরও বেশী সংখ্যক ভারতবাসী চাকরীতে ঢুকুক। আর তাঁহারা এরূপ কলকায়দায় প্রস্তাব করেন যে, শাসনতন্ত্র অবিচ্ছেদে উন্নতিলাভ করিয়া পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনপ্রণালীতে পরিণত হইবে। পূর্ব্বে যেরূপ কথা দেওয়া হইয়াছিল তদনুসারে যাহা বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছে তাহা এক্ষণে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইল।

এই সরকারী রিপোর্টের সকল প্রস্তাব ঠিক করিয়া সংক্ষেপে বলা স্পষ্টতঃই অসম্ভব। কিন্তু যাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে মোটামুটি ভাবে তাহার বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। রিপোর্টখানি এক টাকা দামে বেশ ছোটখাট আকারে বাহির হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা উহা পড়িতে বলি। শেষের দিকে একটি উৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। উহাতে এরূপ নির্দ্দেশ করা আছে যে তাহা দেখিয়া কোন প্যারাগ্রাফে কোন বিশেষ প্রস্তাবের বিস্তারিত বর্ণনা আছে তাহা বাহির করা যায়।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বৰ্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকার প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেদ। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল,

রঘুনাথগঞ্জ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

— সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;
চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

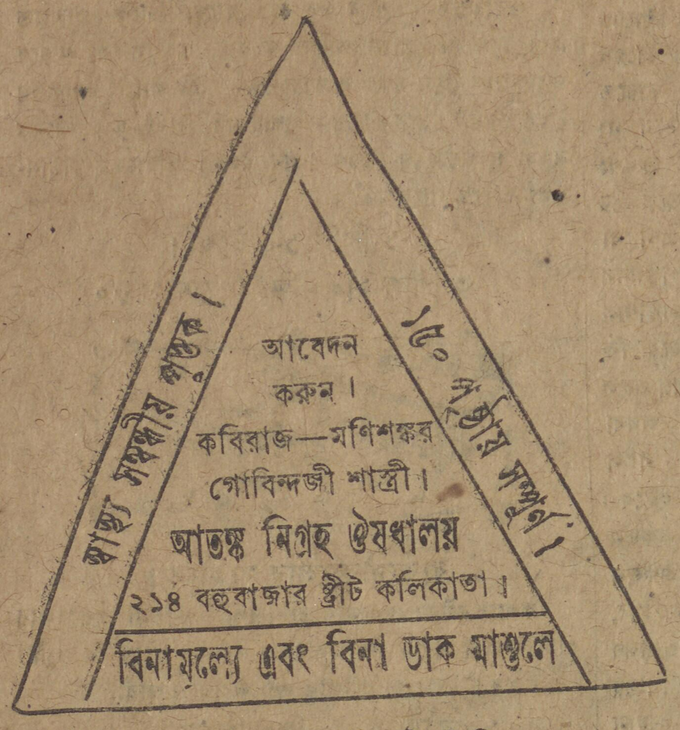

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।
১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

অতি সস্তার

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোথ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সুতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধা ছাত্র, প্রসুতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৸০ ও ॥০ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১॥০ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ /০ ছটাক ॥৵০ অগ্নিমান্দ্যে গন্ধাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।০ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গন্ধাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।/০ ইহাতে আমবাত, কোমরের বাথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মজ্জন ১ কৌটা ৵০। দাদের মলম ১ কৌটা ।০ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

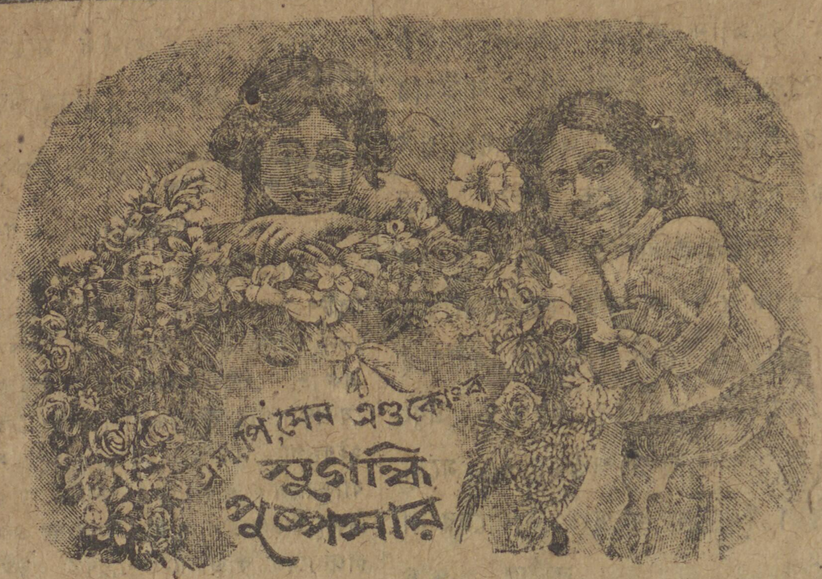

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয়
ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়? "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন— সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা। একত্রে বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৴০ তের আনা। ৵০ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগকালে বিজাতীয় যাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর
স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেল-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যুথিকা।—আমাদের ঘরের যুথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্‌জেসমিন।—মিলিত নামই, ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

মিল্ক্‌ অব্‌ রো[illegible]।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌,
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা, গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ